গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসুচি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসুচি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কোন সুফল বয়ে আনে না, বরং এতে অপরিসীম শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধিত হয়। তামাকের এই বহুমাত্রিক ক্ষতি কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ১৬ জুন, ২০০৩ তারিখে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল' (এফসিটিসি) স্বাক্ষর করে এবং ১০ মে, ২০০৪ তারিখে অনুসমর্থন করে। জনস্বাস্থ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে সরকার 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' প্রণয়ন করে এবং ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় এবং এরই অনুবৃত্তিক্রমে ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (GATS), ২০১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩৫.৩% প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নিয়মিত তামাক সেবন করে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে জনসমাগম স্থলে (পাবলিক প্লেস) ধূমপান নিষিদ্ধ করা হলেও GATS ২০১৭-এ দেখা যায়, বিভিন্ন পাবলিক প্লেসমসূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে: যেমন- রেস্টুরেন্টে (৪৯.৭%), যানবাহনে (৪৪.০%), স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে (১২.৭%), সরকারি ভবন/ অফিসে (২১.৬%), এমনকি স্কুলেও (৮.২%)।

তামাকের ব্যবহার ধূমপায়ী, পরোক্ষ ধূমপায়ী এবং ধোঁয়াবিহিন তামাক সেবনকারী সকলেরই স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে, শরীরে দূরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি করে, পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা, স্ট্রোক ও প্রজনন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুযায়ী **স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র** পাবলিক প্লেসের অন্তর্ভুক্ত, যা শতভাগ তামাকমুক্ত থাকতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা দানকারী চিকিৎসক, সেবিকা, টেকনিশিয়ানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর, রোগী এবং পরিচর্যাকারীদের তামাক ব্যবহার বহুলাংশে কমিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচাতে **স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো** বলিষ্ট ভুমিকা রাখতে পারে।

শতভাগ তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে তামাক মুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কৌশল, তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ ও করণীয়, তামাকের আসক্তি নিরাময় কার্যক্রম পরিচালনা, তামাক নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের করণীয়, স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধানের ভূমিকা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত করে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের কারিগরি সহায়তায় এবং ননকমিউনিকেবল ডিজিজ প্রোগ্রামের আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" প্রকাশ করা হ'ল।

নির্দেশিকাটি প্রণয়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করার জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ব্রিগেডিয়ার (অব:) এম, এ, মালিক, সভাপতি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এবং ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, লাইন ডাইরেক্টর, এনসিডিসি, এনসিডিসি'র সংশ্লিষ্ট কমকর্তাগণ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস, সিটিএফকে ও দি ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি, বাংলাদেশে সফলভাবে কার্যরত প্রধান প্রধান তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ/ পরামর্শকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রোগী ও দর্শনার্থীসহ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কর্মরত সংশ্লিষ্টদেরকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যের উপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলা ও তামাক ত্যাগে সহায়তা করা সম্ভব হবে যা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মো: হাবিবুর রহমান খান

অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা পরিষদঃ

জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ

অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

জনাব হাবিবুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

অধ্যাপক এ এইচ এম এনায়েত হোসেন
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডাঃ নূর মোহাম্মদ
লাইন ডাইরেক্টর, ননকমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মোঃ খলিলুর রহমান
যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

ড. মোঃ শরিফুল আলম
মুখ্য পরামর্শক, সিটিএফকে, বাংলাদেশ

মোঃ শফিকুল ইসলাম
হেড অব প্রোগ্রামস-বাংলাদেশ, দি ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস

সম্পাদনা পরিষদঃ

জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী
উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২) ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার (টোব্যাকো কন্ট্রোল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

অধ্যাপক ড. সোহেল রেজা চৌধুরী
ডিপার্টমেন্ট অব ইপিডেমিওলজি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন

ডাঃ মোঃ রিজওয়ানুল করিম
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনসিডিসি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুলাহ আল মামুন
সহকারী অধ্যাপক (ইপিডেমিওলজি), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন

সৈয়দ মাহবুবুল আলম
কারিগরি পরামর্শক, দি ইউনিয়ন

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ পারভেজ
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনসিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মো: মীর নবীন একরাম
প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

আমিনুল ইসলাম
প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

ডা: মো: ফরহাদুর রেজা
প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

ডা: শেখ মুহম্মদ মাহাবুবুস সোবহান
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন

ডা: শামীম জুবায়ের
প্রোগ্রাম অফিসার (এন্টিটোব্যাকো প্রোগ্রাম), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন

লাইলুন নাহার
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
আনসারী ভবন (৫ম তলা)
১৪/২, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৫৮৫১৩৫
E-mail: info@ntcc.gov.bd
Web: www.ntcc.gov.bd

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
ফোন : ০২-৯৮৯৯২০৭
E-mail: ncdc@ld.dghs.gov.bd

প্রকাশকাল:
ডিসেম্বর, ২০১৮

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সহযোগিতায়:
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

এবং

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ

মূদ্রণ:
ডট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

১.০	**তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা**	
	১.১ ভূমিকা	১
	১.২ সংজ্ঞা	২
	১.৩ উদ্দেশ্য	৩
	১.৪ ব্যাপ্তি	৩
	১.৫ শতভাগ তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	৩
	১.৬ তামাক মুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কৌশলসমূহ	৪
	১.৭ তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহদ	৪
	১.৮ তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য করণীয়	৪
	১.৯ তামাকের আসক্তি নিরাময় কার্যক্রম	৫
	১.১০ চিকিৎসকের ভূমিকা	৫
	১.১১ নার্স এবং স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের ভূমিকা	৬
	১.১২ স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা	৬
	১.১৩ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভূমিকা	৬
	১.১৪ নির্দেশিকা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	৭
	১.১৫ উপসংহার	৭
২.০	**পরিশিষ্ট**	
	পরিশিষ্ট-১ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫	৮

তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

১.১ ভূমিকা

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বিশ্বে হৃদরোগ, ক্যান্সার, বক্ষব্যাধি এবং অন্যান্য অনেক প্রতিরোধযোগ্য রোগের এবং মৃত্যুর কারণ। গবেষণায় দেখা গেছে, তামাক সেবনের ফলে প্রতি বছর বিশ্বে ৭০ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশে প্রায় ৩৫.৩% প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি নিয়মিত তামাক সেবন করে (GATS 2017)।

ধোঁয়াযুক্ত তামাক শুধুমাত্র ধূমপায়ীর স্বাস্থ্যেরই মারাত্মক ক্ষতি করে না, যারা এর পরোক্ষ শিকার তাদেরও ক্ষতি করে। সিগারেটের ধোঁয়ায় সাত হাজারেরও বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকে। যার প্রভাবে অধূমপায়ীরাও মারাত্মক রোগসমূহে আক্রান্ত হয়ে থাকে এমনকি মৃত্যুবরণ করে। পরোক্ষ ধূমপানের ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা, স্ট্রোক ও প্রজনন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) অনুসারে জনসমাগমস্থলে (পাবলিক প্লেস) ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কিন্তু GATS ২০১৭-এ দেখা যায়, বিভিন্ন পাবলিক প্লেসসমূহে মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে, যেমন- রেস্টুরেন্টে (৪৯.৭%), যানবাহনে (৪৪.০%), স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে (১২.৭%), সরকারি ভবন/ অফিসে (২১.৬%), এমনকি স্কুলেও (৮.২%)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, দেশের ৩৫.৩% বা ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক তামাক সেবনকারীর মধ্যে ২০.৬% বা ২ কোটি ২০ লক্ষ ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পাবলিক প্লেসের অন্তর্ভুক্ত, যা শতভাগ তামাকমুক্ত থাকতে হবে।

প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক রোগী এবং দর্শনার্থী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আসেন। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক, সেবিকা, টেকনিশিয়ানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কর্মরত। স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার কমাতে এবং রোগী ও অন্যান্যদের পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচাতে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো তামাকমুক্ত রাখা আবশ্যক। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র তামাকমুক্ত করা হলে কর্মরত চিকিৎসক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, আগত রোগী, দর্শনার্থী ও অন্যান্যদের মধ্যে তামাক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার আগ্রহ তৈরি হবে। এতে করে ধূমপানের মাত্রা কমবে এবং সফলভাবে তামাকের

প্রতি আসক্তি হ্রাস পাবে। আশার কথা হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে।

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: এই নির্দেশিকাটি "তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" নামে অভিহিত হবে এবং অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

১.২ সংজ্ঞা: বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হলে এ নির্দেশিকায়-

ক."তামাক" অর্থ কোন নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদ্ সম্পর্কিত অন্য কোন উদ্ভিদ বা উহাদের কোন পাতা বা ফসল, শিকড়, ডাল বা উহার কোন অংশ বা অংশবিশেষ।*

খ. "তামাকজাত দ্রব্য" অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দ্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও (mixture) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।*

গ. "ধূমপান" অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সাথে টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা এবং কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।*

ঘ. "পাবলিক প্লেস" অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমান বন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান।*

ঙ."স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র" অর্থ সকল সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান যেমন: মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট, বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, মাতৃ সদন, কমিউনিটি ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ক্লিনিকসমূহ অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান।

চ.আইন ও বিধিমালার প্রাধান্যঃ এ নির্দেশিকার কোন কিছুই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালার পরিপন্থি নয়, বরং সহায়ক।

* ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩)-এ উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুসারে (আইনের অনুলিপি পরিশিষ্টতে সংযুক্ত)

১.৩ উদ্দেশ্য

৩.১. তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

৩.২. তামাকজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার হ্রাস;

৩.৩. অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

৩.৪. জনসচেতনতা গড়ে তোলা;

৩.৫. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের চিকিৎসক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা; এবং

৩.৬. প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কর্মকর্তা, কর্মচারী, রোগী ও দর্শনার্থীর জন্য তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা।

১.৪ ব্যাপ্তি

এ নির্দেশিকা সরকারি এবং বেসরকারি সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কর্মকর্তা, কর্মচারী, রোগী ও দর্শনার্থী, স্বেচ্ছাসেবক, চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নির্দেশিকায় উল্লিখিত নিয়মাবলী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সকল ভবন ও এর অঙ্গন এবং ব্যবহৃত সকল যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১.৫ শতভাগ তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

৫.১. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সকল স্থানে এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের (ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াবিহীন- যেমন সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা, গুল, সাদাপাতা ইত্যাদি) ব্যবহার নিষিদ্ধ নিশ্চিত করা;

৫.২. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রবেশ পথ এবং অভ্যন্তরে সহজে দৃশ্যমান স্থানসমূহে তামাকমুক্তকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও সতর্কবাণী সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক সাইনেজ স্থাপন করা;

৫.৩. তামাকসেবী কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রোগী এবং দর্শনার্থীদের তামাক পরিত্যাগের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

৫.৪. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং নিয়ন্ত্রণাধীন তৎসংলগ্ন এলাকায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি বন্ধ করা;

৫.৫. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এলাকায় তামাকের বিজ্ঞাপন ও তামাক কোম্পানীর

সহযোগিতায় কোন ধরনের কার্যক্রম বা অনুষ্ঠান আয়োজন না করা; এবং
৫.৬. স্বাস্থ্য সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক তামাক কোম্পানী বা কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত যে কোন ধরণের অনুষ্ঠান বর্জন করা।

১.৬ তামাক মুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কৌশলসমূহ

৬.১. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ভবনের সকল স্থান এবং এর সীমানার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠেয় সকল ধরণের অনুষ্ঠানাদি ও যানবাহন তামাকমুক্ত রাখা; এবং
৬.২. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা পরিপালনের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

১.৭ তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

৭.১. রোগী, রোগীর পরিচর্যাকারী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগ নিশ্চিত করা;
৭.২. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের বিষয়টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা;
৭.৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
৭.৪. 'তামাক আসক্তি নিরাময় কর্ণার' প্রতিষ্ঠাক্রমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

১.৮ তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য করণীয়

৮.১. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রতিটি প্রবেশ ও বহির্গমন পথ এবং অভ্যন্তরে সহজে দৃশ্যমান স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক তামাকমুক্ত এলাকা বিষয়ক সতর্কতামূলক নোটিশ বা সাইনেজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;
উল্লেখ্য, বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুসারে সকল পাবলিক প্লেসের প্রবেশ পথে এবং অভ্যন্তরে সহজে দৃশ্যমান স্থানসমূহে তামাকমুক্তকরণ সম্পর্কিত নির্দেশনা ও সতর্কবাণী সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক সাইনেজ স্থাপন করার বিধান রয়েছে;
৮.২. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রতিটি যানবাহনে তামাকমুক্ত সতর্কতামূলক নোটিশ বা সাইনেজ প্রদর্শন করা;
৮.৩. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রতিটি ভবনের প্রধান প্রবেশ পথে তামাকমুক্তকরণ সম্পর্কিত নির্দেশনা ও সতর্কবাণী সম্বলিত ডিজিটাল সাইনেজ স্থাপন করা (প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিবেচনায় এনে), এই সতর্কবাণীসমূহের মধ্যে '*আপনি এখন তামাকমুক্ত এলাকায় প্রবেশ করছেন*'- এই বার্তাটি অন্তর্ভুক্ত করা;
৮.৪. প্রতিটি রোগী ও রোগীর পরিচর্যাকারীকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ভর্তি ও বহির্বিভাগে অবস্থানের সময় তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

সম্বন্ধে অবহিত করা;

৮.৫. স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করবে না মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করা;

৮.৬. চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রদান করা;

৮.৭. তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য/বার্তা, হাসপাতালের ব্যবস্থাপত্র/ প্রেসক্রিপশন, রোগীর ছাড়পত্র, অফিস প্যাড ও অন্যান্য নথিতে দৃশ্যমান করা;

৮.৮. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ শতভাগ তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারী, রোগী ও দর্শনার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ তামাক পরিত্যাগে সহায়তা করার লক্ষ্যে স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৮.৯. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি এবং বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ নিশ্চিত করা, তামাক কোম্পানীর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত কোন প্রকার সহযোগিতা গ্রহণ না করা; এবং

৮.১০. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রোগী অথবা দর্শনার্থীদের তামাক ব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর/ হটলাইন নির্ধারণ করাসহ নির্ধারিত নম্বরটি সহজে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।

১.৯ তামাকের আসক্তি নিরাময় কার্যক্রম

৯.১. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যন্ত) 'তামাকের আসক্তি নিরাময় কর্ণার' চালু করা;

৯.২. রোগীদের প্রতিবার পরামর্শ দেয়ার সময় লিখিত ও মৌখিকভাবে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা;

৯.৩. ৯.৩. তামাকের আসক্তি নিরাময় বিষয়ে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৯.৪. তামাকের আসক্তি নিরাময়ে রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা; এবং

৯.৫. হাসপাতালের তামাকের আসক্তি নিরাময় কর্ণার থেকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বাতায়নকে সম্পৃক্ত করে Quit line ব্যবস্থা চালু করা।

১.১০ চিকিৎসকের ভূমিকা

১০.১. চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক রোগীর ব্যবস্থাপত্রে/History Sheet -এ

রোগী তামাকসেবী কি-না সেই বিষয়টি আবশ্যিক ভাবে লিপিবদ্ধ করা;

১০.২. তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্বন্ধে রোগীদের সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান (Brief Advise), তামাক সেবনের মাত্রা জিজ্ঞাসা এবং তামাক ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করা; এবং

১০.৩. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান।

১.১১ নার্স এবং স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের ভূমিকা

১১.১. নার্স এবং স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্তৃক তামাক পরিত্যাগে জোরালো বার্তা প্রদান করা;

১১.২. তামাক পরিত্যাগের পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করা;

১১.৩. বাস্তব ভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করা;

১১.৪. সামাজিক সহায়তা পেতে সাহায্য করা; এবং

১১.৫. আচরণগত সমস্যা মোকাবেলায় সহায়তা করা।

১.১২ স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা

১২.১. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

১২.২. স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক,তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক এবং চিকিৎসকসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন করা;

১২.৩. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক তামাকমুক্ত রাখতে সংশ্লিষ্ট প্রধানগণ কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১২.৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়সমূহ সকল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেমিনার এবং কনফারেন্সে উদ্ধৃত করা, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা, এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং অধীনস্ত সকলকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা; এবং

১২.৫ তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীবৃন্দকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা।

১.১৩ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভূমিকা

১৩.১. দেশের সকল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে শতভাগ তামাকমুক্ত কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করা;

১৩.২. চিকিৎসকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও নার্সদের প্রশিক্ষণ কোর্সে তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত করা;

১৩.৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে অর্থ বরাদ্দ রাখা;
১৩.৪. বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান/ নবায়নের পূর্বে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
১৩.৫. চাকুরির বিজ্ঞপ্তিতে অধূমপায়ীদের অগ্রাধিকার দেয়া;
১৩.৬. মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তামাক সেবন না করার বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করা; এবং
১৩.৭. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্বাস্থসেবা কেন্দ্রের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন স্বাস্থ অধিদপ্তরের এমআইএস এর মাধ্যমে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে প্রেরণ

১.১৪ নির্দেশিকা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল আলোচ্য নির্দেশিকা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

১.১৫ উপসংহার:

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার ৩এ-১তে ২০৩০ সালের মধ্যে তামাকের বর্তমান ব্যবহারের হার ৩৫.৩% থেকে ২৫% এ নামিয়ে আনাকে অন্যতম লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তামাক ব্যবহারের হার ২০৪০ সালের মধ্যে শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এ ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে তামাকমুক্ত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

এ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রোগী ও দর্শনার্থীসহ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কর্মরত সংশ্লিষ্টদেরকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যের উপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলা ও তামাক ত্যাগে সহায়তা করা সম্ভব হবে যা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৯, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১২ মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং ৫৮-আইন/২০১৫।—ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় "আইন" অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন)।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।**—আইনের ধারা ২ এর দফা (ক) এ বর্ণিত "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা :—

(ক) জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(খ) সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা;

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(ঘ) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন পুলিশ কর্মকর্তা;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(ঙ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিম্ন নহেন এমন কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন এ কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টর;

(ছ) অগ্নি নির্বাপণ বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা; এবং

(জ) কারখানা পরিদর্শক।

৪। **ধূমপান এলাকা নির্দিষ্টকরণ, ইত্যাদি।**—(১) নিম্নবর্ণিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইবে না, যথা :—

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(খ) গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে;

(গ) হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন;

(ঘ) প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে;

(ঙ) প্রদর্শনী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে;

(চ) থিয়েটার হলের অভ্যন্তরে;

(ছ) চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ এক কক্ষবিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট;

(জ) শিশুপার্ক;

(ঝ) খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান; এবং

(ঞ) এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন।

(২) পাবলিক প্লেস কোন ভবন হইলে উক্ত ভবনের যথাসম্ভব কোন উন্মুক্ত স্থানকে ধূমপানের জন্য চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

(৩) একাধিক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন যেমন রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, ফেরী ইত্যাদি হইলে, ধূমপানের জন্য আলাদা একটি স্থান নির্দিষ্ট করা যাইবে, তবে—

(ক) উক্ত স্থানটি সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরিবহনের সর্বশেষ অংশে বা পিছনে বা উন্মুক্ত স্থানে হইতে হইবে;

(খ) উক্ত স্থানটি যাত্রী ধারণের প্রধান কক্ষে নির্দিষ্ট করা যাইবে না।

৫। সিনেমায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান।—(১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর শর্তাংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনকালে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় **"ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়"** শীর্ষক স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ দৃশ্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী প্রদর্শন অব্যাহত রাখিতে হইবে;

(খ) টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে সিনেমার এইরূপ অংশ দুইটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ উক্ত অংশ আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে অর্থাৎ উক্ত অংশ শেষ হইবার পর সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় **"ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়"** শীর্ষক সতর্কবাণী অন্যূন ১০ (দশ) সেকেন্ড সময় ধরিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ সিনেমা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বিরতির পূর্বে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে অন্যূন ২০ (বিশ) সেকেন্ড সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া **"ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়"** শীর্ষক সতর্কবাণী বাংলা ভাষায় প্রদর্শন করিতে হইবে।

৬। ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা।—আইনের ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিবার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ধূমপানমুক্ত এলাকাকে ধূমপান এলাকা হইতে পৃথক রাখিতে হইবে;

(খ) ধূমপানমুক্ত এলাকায় যাহাতে ধূমপানের স্থানের ধোঁয়া প্রবেশ করিতে না পারে উহা নিশ্চিত করা;

(গ) ধূমপানের স্থানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থাসহ বিড়ি বা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ নিক্ষেপ বা ফেলার জন্য বালি ও পানিসহ যথাযথ পাত্রের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা হইলে উক্ত চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়া যাহাতে কোন অধূমপায়ীকে যাতায়াত করিতে না হয় উহা নিশ্চিত করা।

(ঙ) ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে **"ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান"** এবং **"ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"** লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৭। পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দায়িত্ব।—আইনের ধারা ৭ক এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাকে ধূমপানমুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা;

(খ) ধূমপানমুক্ত এলাকায় কোন ছাইদানি রাখা যাইবে না;

(গ) ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে **"ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান"** এবং **"ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"** লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(ঘ) কোন ব্যক্তি আইন এবং এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিয়া ধূমপানমুক্ত এলাকায় ধূমপান করিলে, ক্ষেত্রমত, উক্ত এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, ব্যবস্থাপক অথবা উক্ত এলাকায় সেবা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপান না করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন;

(ঙ) দফা (ঘ) এর বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তিকে ধূমপান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ধূমপান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন, তাহাকে কোন প্রকার সেবা প্রদান হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮। **ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।**—আইনের ধারা ৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিটি পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে নিম্নবর্ণিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের প্রবেশপথে এবং অভ্যন্তরে এক বা একাধিক দৃশ্যমান স্থানে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের সাইজ হইবে অন্যূন ৪০ সেন্টিমিটার × ২০ সেন্টিমিটার;

(গ) সতর্কতামূলক নোটিশ সাদা জমিনে লাল অক্ষরে অথবা লাল জমিনে সাদা অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইনসহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) সতর্কতামূলক নোটিশের নমুনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। **তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, ইত্যাদি।**—(১) আইনের ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত রঙ্গিন ছবি ও লেখার আকার, রং, অনুপাত ইত্যাদি সম্বলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অবিকল মুদ্রণ করিতে হইবে;

(খ) **"পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"** সম্বলিত সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে;

(গ) সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত ইলেক্ট্রনিক ফাইল সরকারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে;

(ঘ) সচিত্র সতর্কবাণীতে ছবি ও লেখার অনুপাত হইবে ৬:১ এবং লেখাটি কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে হইতে হইবে;

(ঙ) উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে উল্লিখিত সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ ক্রমানুসারে তিন মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করিতে হইবে;

(চ) সচিত্র সতর্কবাণী এমনভাবে মুদ্রণ করিতে হইবে যাহাতে উহা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোন কারণে ঢাকিয়া না যায় এবং উহা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) সরকার সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর পর ছবি ও সতর্কবাণীসমূহ পুনর্মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনে নতুন ছবি ও সতর্কবাণী অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধি কার্যকর হইবার সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর হইতে সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত প্যাকেট, কৌটা এবং মোড়ক ব্যতীত কোন তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত ও বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত **"শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত"** মর্মে বিবৃতিটি সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও মোড়কের পার্শ্বদেশে মুদ্রণ করিতে হইবে এবং এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ১২ (বার) মাস পর হইতে এই বিধান কার্যকর হইবে।

১০। **তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান**।—তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় উহার উপাদান সম্পর্কিত তথ্য সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহনাজ সামাদ
উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের কারণ
আজই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য বর্জন করুন

সার্বিক সহযোগিতায়

NCDC

National Heart Foundation of Bangladesh

United Forum Against Tobacco

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, আনসারী ভবন (৫ম তলা), ১৪/২, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৫৮৫১৩৫; E-mail: info@ntcc.gov.bd; Web: www.ntcc.gov.bd